যাদুকর ও জ্যোতিষীর গলায় ধারালো তরবারি

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ইসলামে যাদুর হুকুম

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ওয়াহীদ বিন আব্দুস সালাম বালী

যাদু দিয়ে যাদু দমন করা কি বৈধ?

১। কাতাদা বলেনঃ আমি সাঈদ বিন মুসাইয়্যাবকে জিজ্ঞাসা করলাম কোন ব্যক্তি অসুস্থ হলে অথবা পুরুষত্ব হীনতার জন্যে কি ঝাড়-ফুঁক করা যাবে? তিনি বললেন, তাতে কোন নিষেধ নেই। কেননা তা দ্বারা উদ্দেশ্য হল মানুষের কল্যাণ। (ফতহুল বারীঃ ১০/২৩২)

২। ইমাম কুরতুবী বলেনঃ মুসলিম পন্ডিতদের এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। যাদু দ্বারা যাদুর দমন করে মানুষের চিকিৎসা করাকে সাঈদ বিন মুসাইয়িব বৈধতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইমাম মুযনীও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইমাম শা'বী বলেনঃ আরবী ভাষায় ঝাড়-ফুক হলে কোন দোষ নেই; কিন্তু হাসান বাসরী তা মাকরূহ বলেছেন। (কুরতুবীঃ ২/৪৯)

৩। ইবনে কুদামা বলেনঃ যাদুর চিকিৎসক যদি কুরআনের আয়াত অথবা কোন যিকিরের মাধ্যমে অথবা এমন বাক্য দ্বারা চিকিৎসা করে যে, যাতে কোন কুফুরির বিষয় নেই তবে কোন বাধা নেই; কিন্তু তা যদি যাদু দ্বারাই হয়ে থাকে তবে তা হতে ইমাম আহমদ বিমূখ হয়েছেন। (আল-মুগনীঃ ১০/১১৪)

৪ । হাফেয ইবনে হাজার (রাহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীঃ

النشرة من عمل الشيطان

অর্থাৎ "ঝাড়-ফুঁক শয়তানী কর্মের অন্তর্ভুক্ত।" (মুসনাদে আহমদ ও আবু দাউদ)

এর উদ্দেশ্য হলো মৌলিকভাবে এটিই, তবে যার উদ্দেশ্য ভাল তাতে কোন দোষ নেই। ইবনে হাজার আরো বলেনঃ ঝাড়-ফুক দু'ধরণেরঃ

প্রথমঃ জায়েয ঝাড়-ফুকঃ এ পদ্ধতি হলো, যা কুরআন ও শরীয়তসম্মত দু'আর দ্বারা যাদুর চিকিৎসা করা।

দ্বিতীয়ঃ হারাম ঝাড়-ফুকঃ এ প্রকার হলো, যার মাধ্যমে যাদুকে যাদু দ্বারা নষ্ট করা হয়। অর্থাৎ যাদু নষ্ট করার জন্য শয়তানকে খুশী করা হয় এবং তার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করে তার সাহায্য কামনা করা হয়। আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসঃ

النشرة من عمل الشيطان

অর্থাৎ “ঝাড়-ফুক শয়তানের কর্মের অন্তর্ভুক্ত।" সাধারণত এদিকেই ইঙ্গিত করে। এজন্যে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কয়েক হাদীসে গণক ও যাদুকরের নিকট যেতে নিষেধ করেন এবং তা কুফরী সাব্যস্ত করেন।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5880

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন